গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৬তম সভা ২২ নভেম্বর, ২০১২ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান সিকদার এর সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৭-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৭-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ২৯-০৭-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১৫তম সভার সিদ্ধান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের ১৫তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৫.২০৮. ০১৪.০০.০০.০০২.২০১২-১৪২ তারিখ-২৬-০৮-২০১২ এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক উক্ত ডিপিপি পরীক্ষা করে স্মারক নং ২০.১৫০.১৫৩. ০০.০০.৩১১.২০১২-১৯ তারিখ-১৬-০৯-২০১২ এর মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য গত ২০-০৯-২০১২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২১-১১-২০১২ তারিখে কল্যাণ বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে পূনর্গঠিত হয়েছে কিনা তা কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে ডিপিপিটি পূনর্গঠিত হয়েছে কিনা তা কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.২ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

১৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি কমিউনিটি সেন্টারগুলোর অবস্থান, সময়ের চাহিদা ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা পূর্বক স্বল্পব্যয়ে কি কি ধরণের কাজ করা হলে এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে সে ব্যাপারে পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন অত্র বোর্ডে প্রেরণের নিমিত্ত চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সে

প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কার্যালয় চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারের সার্বিক সংস্কার ও বিশেষ মেরামত কাজের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গনপূর্ত সার্কেল-২, চট্টগ্রাম হতে ১,৩৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌত্রিশ লাখ) টাকার এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা কর্তৃক খুলনার কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার কাজের জন্য টাঃ ১,০৭,৪৮,৬৯৭/- (এক কোটি সাত লাখ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতানব্বই) এর প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। খুলনার উপ-পরিচালক জানান যে, খুলনার কমিউনিটি সেন্টারটির ন্যূনতম সংস্কার কাজের জন্য টাঃ ২৫.০০ (পঁচিশ লাখ) লাখ এর অপর একটি প্রাক্কলনও তৈরি করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহী হতে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

সভায় সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাজশাহী থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তীতে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বর্তমানে চট্টগ্রাম ও খুলনার প্রাক্কলিত টাকা বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো সম্ভব হবে কিনা। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক জানান যে, এ ব্যয় মেটানোর জন্য কল্যাণ বোর্ডের কোন তহবিল না থাকায় অর্থ বিভাগ থেকে এ অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ জানান যে, ২০১৮ সাল পর্যন্ত এমটিবিএফ এর অওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে বিধায় অর্থ বিভাগ হতে অর্থ বরাদ্দের কোন সুযোগ নেই। উপ-সচিব(সওক) জানান যে, তিনি চট্টগ্রাম ও খুলনা কমিউনিটি সেন্টার সরেজমিনে পরিদর্শণ করেছেন। চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি শহরের প্রানকেন্দ্রে অত্যন্ত মূল্যবান জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় ঐ জায়গাটি শুধু কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহার না করে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করলে বোর্ডের একটি স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি মহোদয় মতামত প্রদান করেন যে, আপাতত কমিউনিটি সেন্টার দুটির ন্যূনতম সংস্কার কাজ করে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রাক্কলিত অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ চাওয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত জায়গায় কি স্থাপনা নির্মাণ করা হলে বোর্ডের জন্য বেশি লাভজনক/আয়বর্ধক হবে তা সমীক্ষাপূর্বক পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তীতে পেশ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) আপাতত কমিউনিটি সেন্টার দুটির ন্যূনতম সংস্কার কাজ করে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ চাওয়া হবে।

(২) কমিউনিটি সেন্টারের জায়গায় কি স্থাপনা নির্মাণ করা হলে বোর্ডের জন্য বেশি লাভজনক/আয়বর্ধক হবে তা সমীক্ষা করে পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তীতে পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।

২.৩ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ এবং এফডিআর এর মুনাফার হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার জন্য ০৭-০৫-২০১২ তারিখে পত্র দেয়া হলে সোনালী ব্যাংক লিঃ ২৯-০৫-২০১২ তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, অন্তত ১ মাস সময়ের প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক থেকে উক্ত ১ মাস সময়ের মধ্যেও কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় ১৫তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিকট কোন পাওনা নেই।

গত ০৪-১০-২০১২ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পুনরায় বকেয়া হিসেবে টাঃ ৮০.০০ কোটি (আশি কোটি) এবং এর উপর ১২% হারে বাৎসরিক সুদ হিসেবে টাঃ ৯.৬০ কোটি পাওনা আছে এবং বোর্ডের সেবা কার্যক্রম ইএফটির মাধ্যমে পরিচালনায় রেমিটেন্স প্রতি টাঃ ২০/- হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে বলে পত্র মারফত জানায়। উল্লেখ্য যে, সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস দিয়ে আসছে।

অত্র বোর্ড হতে ১৯৭৯ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত মাসিক কল্যাণ ভাতার ৮৩৭০৯ টি কার্ডের অনুকূলে প্রদেয় টাকার হিসাব সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়। উক্ত ডাটাবেইজ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৯

CamScanner

সাল থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত সময়ে বোর্ড কর্তৃক ৮৩৭০৯টি আদেশনামার অনুকূলে টাঃ ৫৫৪,৭১,৫৮,৯১১/- (পাঁচশত চুয়ান্ন কোটি একাত্তর লাখ আটান্ন হাজার নয়শত এগার) মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক লিঃ -কে বিভিন্ন সময়ে বোর্ড কর্তৃক টাঃ ৬২৯,২৫,০২,৬০০/- প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ উক্ত টাকা থেকে কার্ডের অনুকূলে ৩০-৬-২০১১ পর্যন্ত টাঃ ৫০২,৬২,৫৯,৯৪২/-এবং বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য বাবদ ৩০-০৬-১১ তারিখ পর্যন্ত টাঃ ১২২,৯৮,৮২,১৪৯/- সহ মোট টাঃ ৬২৫,৬১,৪২,০৯১/- পরিশোধ করে। এতে দেখা যায় যে, ৩০-০৬-২০১১ তারিখে সোনালী ব্যাংকে টাঃ (৬২৯,২৫,০২,৬০০/- -৬২৫,৬১,৪২,০৯১/-) = টাঃ ৩,৬৩,৬০,৫০৮/- বোর্ডের একাউন্টে জমা থাকার কথা যা ১৩তম বোর্ড সভায় জানানো হয়। বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভায় সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের মাধ্যমে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সোনালী ব্যাংকের দাবীকৃত টাকার হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভায় সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের মাধ্যমে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সোনালী ব্যাংকের দাবীকৃত টাকার হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করতে হবে।

(২) পরবর্তী বোর্ড সভায় সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড।

২.৪ টাইপ ও সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্সের পরিবর্তে ব্লক, বুটিক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কারচুপি ও কনফেকশনারী কোর্স চালু করা প্রসংগে।

বোর্ডের মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্লক, বুটিক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কারচুপি ও কনফেকশনারী কোর্স চালু করার বিষয়ে বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেলেও চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি বলে সভায় অবহিত করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কিছু সংশোধনীসহ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

(ক) কম্পিউটার কোর্স ঃ

বর্তমানে চালুকৃত কোর্সের নাম ঃ	অনুমোদিত কোর্সের নাম, মেয়াদ ও কোর্স ফি ঃ
কম্পিউটার বেসিক কোর্স কোর্সের মেয়াদ-০৩ মাস কোর্স ফি-৮৫০/- (আটশত পঁঞ্চাশ) টাকা মাত্র	(১) কোর্স ঃ কম্পিউটার বেসিক কোর্স মেয়াদ ঃ ০৩ মাস কোর্স ফি ঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। (২) কোর্স ঃ গ্রাফিক্স ডিজাইন মেয়াদ ঃ ০৩ মাস কোর্স ফি ঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। মন্তব্য ঃ কম্পিউটার প্রশিক্ষিকাকে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করতে হবে।

(খ) দর্জি বিজ্ঞান ঃ

বর্তমানে চালুকৃত কোর্সের নাম ঃ	অনুমোদিত কোর্সের নাম, মেয়াদ ও কোর্স ফি ঃ
দর্জি বিজ্ঞান কোর্সের মেয়াদ-০৬ মাস কোর্স ফি-২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র	(১) কোর্স ঃ দর্জি বিজ্ঞান। মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। কোর্স ফি ঃ ৩০০/- (তিনশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। (২) কোর্স ঃ কারচুপি। মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। কোর্স ফি ঃ ৩০০/- (তিনশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। মন্তব্য ঃ দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষিকাকে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারচুপি কোর্স চালু করতে হবে।

CamScanner

(গ) টাইপিং কোর্স ঃ

বর্তমানে চালুকৃত কোর্সের নাম ঃ	অনুমোদিত কোর্সের নাম, মেয়াদ ও কোর্স ফি ঃ
টাইপিং কোর্স (বাংলা ও ইংরেজী) কোর্সের মেয়াদ-০৬ মাস কোর্স ফি-২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র	(১) কোর্স ঃ সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স। মেয়াদ ঃ ০৬ মাস। কোর্স ফি ঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। (২) কোর্স ঃ ব্লক-বুটিক মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। কোর্স ফি ঃ ৩০০/- (তিনশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। (৩) কোর্স ঃ কনফেকশনারী মেয়াদ ঃ ০৩ মাস। কোর্স ফি ঃ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (পরীক্ষার ফি সহ)। মন্তব্য ঃ সেক্রেটারীয়েল সায়েন্স কোর্সের প্রশিক্ষিকাকে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্লক-বুটিক ও কনফেকশনারী কোর্স দুটো চালু করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ অনুমোদিত কোর্সসমূহ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫ ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতালটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর, জনবল নিয়োগ ও বাজেট স্থানান্তর সংক্রান্ত।

হাসপাতালের জন্য বিদেশ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত মেশিনারী যন্ত্রপাতি বুঝে না পাওয়ায় এবং উহা স্থাপন কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ৩০ সেপ্টেম্বর/২০১২ এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হাসপাতালটি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। আমদানীকৃত মেশিনারি যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে হাসপাতালে পৌছেছে। যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি নিখুঁত নাগাদ সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা সম্ভব হবে এবং কত দিনের মধ্যে হাসপাতালটি হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চাইলে চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক সভায় জানান যে, ডিসেম্বর/২০১২ মাসের মধ্যে যন্ত্রপাতি বুঝে নিয়ে স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করে জানুয়ারী/২০১৩ মাসের মধ্যে হাসপাতালটি হস্তান্তর করা সম্ভব হতে পারে। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব(সওক) জানান যে, হাসপাতালের ২৪১টি পদ সৃজনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ হাসপাতালের চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ডিসেম্বর/২০১২ মাসের মধ্যে বুঝে নিয়ে স্থাপনের কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করে জানুয়ারী/২০১৩ মাসের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) প্রকল্প পরিচালক, ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প।
(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৬ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে মঞ্জুরীকৃত সকল প্রকার সাহায্যের অর্থ/চেক EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের একাউন্টে জমা করা প্রসঙ্গে।

সভায় অবহিত করা হয় যে, গত ০৪-১০-২০১২ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বোর্ডের সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় রেমিটেন্স প্রতি টাঃ ২০/- হারে সার্ভিস চার্জ প্রদানের বিষয়ে বোর্ডের সম্মতি সাপেক্ষে সমঝোতা স্মারক করবে বলে পত্র মারফত জানায়। উল্লেখ্য যে, সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস দিয়ে আসছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক দাবীকৃত টাকার হিসাব চুড়ান্ত করার পর বোর্ডের সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনায় ইএফটি চালু করার বিষয়টি পরবর্তীতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক দাবীকৃত টাকার হিসাব চুড়ান্ত করার পর বোর্ডের সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনায় ইএফটি চালু করার বিষয়ে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

২.৭ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে অন লাইনে আবেদন করার সিষ্টেম চালু করণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় বিভিন্ন ধরণের ভাতা ও অনুদানের জন্য অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রজেক্টে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, গত ১০-০৪-২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রজেক্টে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয় যে, আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র স্ক্যান করে পাঠাবে এবং অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা চালু করতে হলে কর্মচারীর সত্যতা (অথেনটিকেশন) যাচাই করার একটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্য অনলাইনে দপ্তর প্রধান কর্তৃক অগ্রায়ন করতে হবে এবং সরকারের সকল কর্মচারীর সেন্ট্রাল ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে কর্মচারীর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।

এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডাটাবেইজ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা না হলে কর্মচারীর সত্যতা (অথেনটিকেশন) যাচাই করা সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন ধরণের ভাতা ও অনুদানের অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রজেক্ট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রজেক্ট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৮ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের আয় বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, মতিঝিল গনপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা হতে উল্লেখিত কেন্দ্রে শীতাতপযন্ত্র স্থাপন এবং হল রুমের মেঝে ও বারান্দায় টাইলস ফিটিংস, দরজা-জানালায় থাইগ্লাস ফিটিংস বাবদ যথাক্রমে টাঃ ১৭,৯৪,৩৪৮/- এবং টাঃ ২৮,৬৬,৬০৬/- সহ সর্বমোট টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- (ছেচল্লিশ লাখ ষাট হাজার নয়শত চুয়ান্ন) মাত্র এর প্রাক্কলন পাওয়া যায়। উক্ত প্রাক্কলনটির বিষয়ে ১৫তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আয়-ব্যয়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়।

হল ভাড়া (এক বেলার জন্য) থেকে আয়	বিদ্যুত বিল	আনুসংঙ্গিক ব্যয়	হল ভাড়া থেকে আয়
বর্তমান ভাড়া ঃ সরকারী পর্যায়ে টাঃ ৩,৫০০/- বেসরকারী পর্যায়ে টাঃ ৬,৫০০/-	বর্তমানে ঃ মাসিক টাঃ ১২,০০০/- বার্ষিক টাঃ ১,৪৪,০০০/-	বর্তমানে ঃ মাসিক টাঃ ৬,০০০/- বার্ষিক টাঃ ৭২,০০০/-	বর্তমানে ঃ মাসিক টাঃ ৫০,০০০/- বার্ষিক টাঃ ৬,০০,০০০/-
এসি হলে প্রস্তাবিত ভাড়া সরকারি পর্যায়ে টাঃ ৮,০০০/- বেসরকারি পর্যায়ে টাঃ ১৬,০০০/-	এ,সি হলে ঃ মাসিক টাঃ ৩৫,০০০/- বার্ষিক টাঃ ৪,২০,০০০/- (গণপূর্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীর মতামত অনুযায়ী)	এ,সি হলে ঃ মাসিক টাঃ ১২,৫০০/- বার্ষিক টাঃ ১,৫০,০০০/-	এ,সি হলে ঃ মাসিক টাঃ ১,৫০,০০০/- বার্ষিক টাঃ ১৮,০০,০০০/-

উক্ত কেন্দ্রের হল রুমে এসি স্থাপন করা হলে এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ করা হলে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- (ছেচল্লিশ লাখ ষাট হাজার নয়শত চুয়ান্ন) মাত্র এর ২৫% বোর্ডের নিজস্ব আয় থেকে এবং অবশিষ্ট টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং অর্থ বরাদ্দের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
(২) প্রাক্কলিত টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- (ছেচল্লিশ লাখ ষাট হাজার নয়শত চুয়ান্ন) এর ২৫% বোর্ডের নিজস্ব আয় থেকে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট টাকা বরাদ্দের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

CamScanner

১৬ তম সভার আলোচ্য বিষয় ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ।

০১। কল্যাণ তহবিল হতে মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানের জন্য শিক্ষা-বৃত্তির হার পুনঃ নির্ধারণ।

কল্যাণ তহবিল হতে সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সর্বোচ্চ দু'সন্তানের জন্য শিক্ষা-বৃত্তি যে হারে প্রদান করা হয় তা সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের ১২-০১-১৯৮৯ তারিখে অনুষ্ঠিত উপ-কমিটির ৩৮তম সভায় নির্ধারিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত, অক্ষম ও মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মচারীর সন্তানদের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের শিক্ষা-বৃত্তির সংক্রান্ত উপ-কমিটির ১২-০৯-২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পূর্বের নির্ধারিত হার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় কমিটির সদস্যগণ বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে শিক্ষা-বৃত্তির হার খুবই নগন্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া এ শিক্ষা-বৃত্তি যাদের সন্তানদের দেয়া হয় তারা মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তান। এ ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও তারা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য শিক্ষা-বৃত্তির হার নিম্নরূপভাবে পুনঃ নির্ধারণের জন্য উপ-কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১) ৯ম ও ১০ম শ্রেণী বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ৭৫/- এর স্থলে টাঃ ২০০/-।

(২) একাদশ ও দ্বাদশ বা সমমানের শ্রেণীর জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১০০/- এর স্থলে টাঃ ৩০০/-।

(৩) স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ ১২৫/- এর স্থলে ৩৫০/-।

(৪) স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী/কোর্স এবং বিএসসি ইঞ্জিঃ ও এমবিবিএস কোর্সের জন্য প্রতি মাসে টাঃ১৫০/- এর স্থলে টাঃ ৪০০/-।

বিষয়টি সভায় আলোচনাকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রতি বছর শিক্ষা-বৃত্তির জন্য কি পরিমান আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং বৃত্তির হার পুনঃ নির্ধারণ করা হলে আর্থিক বছরে কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী সভায় প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতি বছর শিক্ষা-বৃত্তির জন্য কি পরিমান আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং বৃত্তির হার পুনঃ নির্ধারণ করা হলে আর্থিক বছরে কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরবর্তী সভায় প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০২। ষ্টাফবাস কর্মসূচী কর্তৃক পরিচালিত গাড়ীগুলোতে যাতায়াতকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভাড়া বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনস্থ ষ্টাফবাস কর্মসূচী ১৯৭৪ সালে ১টি বাস ক্রয়ের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচীতে নিজস্ব ৬১টি এবং বিআরটিসি থেকে ১১টি গাড়ী ভাড়া করে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়মত অফিসে আনা-নেয়া করা হচ্ছে। স্টাফবাস কর্মসূচীর ৬১টি বাসের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ গাড়ী ২০-৩৫ বছরের পুরাতন এবং বাসগুলো প্রতিনিয়ত মেরামত করে রুটে চালানো হচ্ছে। ফলে যন্ত্রাংশসহ ব্যাটারী ও টায়ার-টিউবের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে গেছে। অন্যদিকে গাড়ীর জ্বালানী ডিজেল/গ্যাসের মূল্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১০ সালের তুলনায় বর্তমানে ২০১২ সালে প্রতি লিটার ডিজেল মুল্য টাঃ ৪৪/- এর স্থলে টাঃ ৬১/- এবং প্রতি কিউবিক লিটার গ্যাসের মূল্য টাঃ ১৬.৭৫ এর স্থলে টাঃ ৩০/- হওয়ায় স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্টাফবাসে যাতায়াতকারী সরকারি কর্মচারী যাত্রীদের নিকট থেকে বড় বাস প্রতি কিঃ মিঃ টাঃ ০.২০ এবং মিনিবাস প্রতি কিঃ মিঃ টাঃ ০.৪০ আদায় করা হয়ে থাকে। উক্ত ভাড়া সর্বশেষ ০৫-০৭-২০১০ তারিখ ১২তম বোর্ড সভায়

পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এতে যাত্রীদের থেকে যে ভাড়া পাওয়া যায় তা পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় খুবই কম। স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনা ব্যয়ের সিংহভাগই সরকারি ভূতর্কি। বিআরটিসি থেকে ভাড়াকৃত ১১টি গাড়ীর ভাড়া ০১-০৭-২০১২ তারিখ থেকে ৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে। সার্বিক পরিচালনা ব্যয় বিবেচনায় ষ্টাফ বাসে যাতায়াতের জন্য বড় বাস প্রতি কিঃ মিঃ টাঃ ০.২০ এর পরিবর্তে টাঃ ০.৩৫ এবং মিনিবাস প্রতি কিঃমিঃ টাঃ ০.৪০ এর পরিবর্তে টাঃ ০.৭৫ করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনায় এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে বলে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ স্টাফবাসে যাতায়াতকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। **চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের আগ্রাবাদস্থ সরকারী স্টাফবাসের গ্যারেজ মেরামতের প্রাক্কলন প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ প্রসংগে।**

বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামে ০২টি স্টাফবাস চালু রয়েছে। স্টাফবাস ০২টি দায়িত্ব পালন শেষে আগ্রাবাদস্থ সরকারী কার্যভবন-২ এর আধা-পাকা টিন সেড গ্যারেজে রাখা হয়। গ্যারেজটি পুরাতন এবং দেয়াল ও ছাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উক্ত আধা-পাকা গ্যারেজটির টিনসেড ছাদসহ অন্যান্য আনুষাংগিক কাজ করার জন্য চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৪, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম হতে টাঃ৩,৫১,৫৫৮/- (তিন লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন) মাত্র এর একটি প্রাক্কলন পাওয়া যায়। উক্ত প্রাক্কলিত টাঃ৩,৫১,৫৫৮/- (তিন লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন) মাত্র স্টাফ বাস কর্মসূচীর অন্যান্য মঞ্জুরী খাত হতে মিটানো সম্ভব হবে বলে সভায় জানানো হয়। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার পর প্রশাসনিক অনুমোদনসহ টাঃ ৩,৫১,৫৫৮/- (তিন লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন) মাত্র এর ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের স্টাফবাসের গ্যারেজ মেরামতের প্রশাসনিক অনুমোদনসহ টাঃ ৩,৫১,৫৫৮/- (তিন লাখ একান্ন হাজার পাঁচশত আটান্ন) এর ব্যয় মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।